গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার
সাভার, ঢাকা-১২৪৩

নথি নং-১৫.৫৩.২৬৭২.৩০৮.৪২.০১০.২৩.১৭৭ তারিখ:০৫/০৩/২০২৪খ্রিঃ

স্ট্যান্ডার্ড পরিচালনা পদ্ধতি/প্রটোকল/নির্দেশাবলী

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AND EVACUATION PLAN

স্ট্যান্ডার্ড পরিচালনা পদ্ধতি/প্রটোকল/নির্দেশাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্য:

একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশে নিজস্ব কর্মসম্পাদন তথা বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বেতারের উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা এবং এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্র এফ.এম. এবং মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারী এ দায়িত্বপালনের জন্য এ দপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ নির্দেশমালা প্রয়োজন যাতে দপ্তরের নিরাপত্তা তথা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয়। সাথে সাথে দপ্তরের মূল্যবান যন্ত্রপাতিসমূহ নির্ধারিত প্রটোকল অনুযায়ী পরিচালনা করে এগুলোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্যও এ আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি ভূমিকা রাখবে।

প্রায় ৮০ একর আয়তনের এ দপ্তরের সাভার অফিসের দুই দিকে বিশাল এরিয়াল ফিল্ড আছে যেখানে লতা, গুল্ম কিংবা ছোট ছোট বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে যেগুলো কিছুদিন পর পর পরিস্কার করা হলেও বার বার জন্মে। আবার নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, কল্যাণপুর, ঢাকা'র আয়তন প্রায় ১৪একর। উভয় কেন্দ্রের মাটির ৩০সে: মি: নীচে মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের Radial Wire বিস্তৃত থাকায় স্থায়ীভাবে পরিস্কার করাও সম্ভব নহে বিধায় বছরের বিভিন্ন সময়ে সরকারী বরাদ্দ সাপেক্ষে বার বার পরিস্কার করতে হয়। তারপরও এ দপ্তরের সীমিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে নিরাপত্তা কর্মীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমানা প্রাচীরের ওপারে থাকা দুষ্ট লোকজনের মাধ্যমে ছোট-খাটঅগ্নিকান্ড প্রায়শই ঘটে থাকে। এ ধরণের সম্ভাব্য অগ্নিকান্ড যাতে না ঘটে বা নিরাপত্তার ফাঁক-ফোকওে যদি ঘটেও তা যাতে বড় অগ্নিকান্ডে পরিণত না হয় তার জন্যও এ আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি ভূমিকা রাখবে।

আবার দপ্তরের বিভিন্ন ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা ইলেক্ট্রোম্যাকানিক্যাল যন্ত্রপাতিতেও বিভিন্ন সময় নানা কারণে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে। সে ধরণের সম্ভাব্য অগ্নিকান্ড যাতে বড় আকার ধারণ করতে না পারে বা মূল্যবান যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল কমাতে/নষ্ট করতে না পারে তার জন্য একটি আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি প্রয়োজন। প্রণীত SOP এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখবে মর্মেও আশা করা যায়। প্রয়োজনে যে কোন সময় প্রণীত SOP এ দপ্তর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধন করতে পারবে। প্রণীত SOP-তে আগুনের শ্রেণিবিভাগ এবং বিভিন্ন ধরণের আগুন নেভানো পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ দপ্তরের Evacuation Plan, আগুণের শ্রেণিবিন্যাশ এবং আগুন নেভানো পদ্ধতি (সংযুক্ত) ছবি আকারে দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দেয়ালে সকলের নিকট সার্বক্ষণিক দৃশ্যমান করে স্থাপন করা হবে য় তে সকলে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে এবং প্রয়োজনে লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে।

এক বাক্যে বলা যেতে পারে প্রণীত এসওপি'র লক্ষ্য হলো দপ্তরকে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনা যা অফিসের মধে কর্মরত প্রত্যেকের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করতে এবং দপ্তরের সম্পদ রক্ষায় প্রয়োগ করা হবে।

উৎস অনুসারে আগুনের শ্রেণিবিন্যাসসহ নির্বাপন পদ্ধতি:

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহ যে ধরণের আগুনের জন্য ব্যবহৃত হবে তার প্রতীক যন্ত্রটির উপরিতলে লিপিবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটির ব্যবহারবিধিও সেখানে বর্ণিত থাকে। আগুনের উৎস এবং নির্বাপন পদ্ধতি মোতাবেক শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে দেয়া হলোঃ

শ্রেণি	নামকরণ	আগুনের উৎস	নির্বাপন পদ্ধতি	আগুনের প্রতীক
এ শ্রেণি		সাধারণ ময়লা-আবর্জনা, কাঠ, কাগজ, কাপড়, রাবার, প্লাস্টিক	পানি বা বহুমুখী ব্যবহার্য এবিসি পাউডার(রাসায়নিক এজেন্ট) দ্বারা ঢেকে দেওয়া।	
বি শ্রেণি		দাহ্য তরল যথা-প্যাট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, গ্রীজ, আলকাতরা, রং,বার্ণিশ এবং দাহ্য গ্যাস।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং রাসায়নিক এজেন্ট। বস্তা বা কাঁথা দিয়ে বারি দিয়ে বাতাস বন্ধ করলে এ ধরণের আগুন নিভে যায়।	
সি শ্রেণি		লাইভ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি- মটর, জেনারেটর, সুইচ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি	কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং রাসায়নিক এজেন্ট। পানির সংযুক্ত থেকে পানি দেয়া যাবে না। দূর থেকে ছুঁড়ে বা কাটা কাটা ভাবে দেয়া যেতে পারে।	
ডি শ্রেণি		দাহ্য ধাতু-ম্যাগনেসিয়াম, টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়াম, সোডিয়াম, লিথিয়াম, পটাশিয়াম।	সোডিয়াম কর্বোনেট, গ্রাফাইট, বাই-কার্বোনেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, লবণাক্ত রাসায়নিক দ্বারা এ ধরণের আগুন নির্বাপন করা যায়। এটি ড্রাই পাউডার হিসেবে বাজারে পাওয়া যায়। শুকনা বালি দিয়েও চেষ্টা করা যায়।	
কে/এফ শ্রেণি		রান্নার তৈল বা ভোজ্য তৈল দ্বারা রান্নার সরঞ্জাম থেকে	সাবানায়ন বা **Saponication** পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফোম দ্বারা এ ধরণের আগুন নেভাতে হয়। তবে সময় কম থাকলে ভেজা বস্তা বা কাঁথা দিয়েও এ ধরণের আগুন নেভানো যায়।	

অগ্নি প্রতিরোধঃ

১। অগ্নি-কান্ড না ঘটার লক্ষ্যে যা যা করণীয় সম্ভব সবকিছু করতে হবে এবং এ বিষয়টি সার্বক্ষণিক নজরে রাখতে হবে।

২। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিংবা ওয়্যারিং এ কোন ধরণের লুজ কানেকশন (loose connection), শর্ট সার্কিট (short circuiting), সৃষ্ট স্পার্ক (spark) দেখা গেলে এবং তা বন্ধ করার পদ্ধতি জানা থাকলে সাথে সাথে তা বন্ধ করতে হবে। জানা না থাকলে দপ্তরে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারিকে জানাতে হবে। লিখিতভাবে জানাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হবে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৩। কোন বৈদ্যুতিক সার্কিটে যাতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি সংযোগের মাধ্যমে ওভারলোড না হয় সেদিকে সকল প্রকৌশলী এবং টেকনিশিয়ানগণ সর্বাদা সচেষ্ট থাকবেন।

৪। সর্বদা দপ্তর ত্যাগ কিংবা কক্ষ ত্যাগের আগে কক্ষের প্লাগ বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সুইচ অফ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৫। নিরাপত্তা কর্মকর্তা দপ্তরের নিরাপত্তা বাতি যথাসময়ে এবং যথা নিয়মে জ্বালানো এবং নেভানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রাথমিকভাবে এ কাজের দায়িত্ব নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য নির্ধারিত।

৬। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত দপ্তরে মোমবাতি জ্বালানো যাবে না।

৭। জাতীয় উৎসব উদযাপনে ব্যবহৃত লাইটিং করার সময় নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা/প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮। ওয়ার্কশপ বা এর আশ-পাশে যথানিয়মে অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। জ্যেষ্ঠ উপ-স্টেশন প্রকৌশলী সার্বক্ষণিক এ দায়িত্ব পালন করবেন। বিষয়টি তদারকী করবেন স্টেশন প্রকৌশলীগণ।

৯। কাগজ/ময়লা-আবর্জনা/ঝুট ইত্যাদি জাতীয় বস্তু পুড়িয়ে নষ্ট করতে হলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়ে দপ্তর ভবন বা যন্ত্রপাতি থেকে দূরে নিয়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা প্রহরীদেও মাধ্যমে করতে হবে।

১০। ট্রান্সমিটার রুম, জেনারেটর রুম, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, পাম্প হাউজ এবং রান্না ঘরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন করতে হবে। নিরাপত্তা কর্মকর্তা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রাথমিকভাবে এ কাজের দায়িত্ব নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য নির্ধারিত।

১১। রক্ষণাবেক্ষণ পালার ইনজার্চ ট্রান্সমিটার রুম, জেনারেটর রুম, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, পাম্প হাউজ এবং রান্না ঘরের অগ্নিনির্বাপন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। নিরাপত্তা কর্মকর্তা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যাতে অগ্নিনির্বাপন কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে সংঘঠিত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে এ কাজের দায়িত্ব নিরাপত্তা গ্রহরীদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রকৌশল পালার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারি এ দায়িত্ব পালন করবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন।

১২। নিরাপত্তা কর্মকর্তা অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে সবসময় আপডেটেড থাকবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন। নতুন কোন অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা বা অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন।

অগ্নি-নির্বাপনের দায়িত্ব পালনের জন্য দল গঠন

অগ্নি-নির্বাপণ দল:

ক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি	পদবী	মোবাইল নম্বর	কর্মস্থান
		সাভার কেন্দ্র		
১	জনাব আজমিরী খানম	নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও দল নেতা	০১৭১৫১২১৯৯৯ ০১৮১৬৩৭৭৯৩৭ ০২-৮০৯১৫৪২(বাসা)	দপ্তর
২	জনাব বি এম কাজল	অফিস সহায়ক	০১৭৩৩১০৩৬৪৪	সাভার কেন্দ্র
৩	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৭১৮৬৪৫৭৪২	সাভার ও কল্যাণপুর কেন্দ্র
৪	জনাব মো: আবুল হোসেন টিক্কা	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৯২২০৩৪৪৯১	সাভার কেন্দ্র
৫	জনাব মো: আরিফুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৬৩০৪৭০১৭৫	সাভার কেন্দ্র
		কল্যাণপুর কেন্দ্র		
১	জনাব হাসান আব্বাস জাকী	রেডিও টেকনিশিয়ান ও দলনেতা	০১৯১৪২০৪১১৭	কল্যাণপুর কেন্দ
২	জনাব মোঃ ইব্রাহিম পাটওয়ারী	অফিস সহায়ক	০১৮৪৬৪১১৫৪১	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৩	জনাব মোঃ হাফিজার রহমান	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৭৫৯৫৫১৩৪৪	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৪	জনাব মোঃ জসীমউদ্দিন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৭৩৭৬২৫৯২০	কল্যাণপুর কেন্দ্র

অগ্নি-প্রতিরোধ দল:

ক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি	পদবী	মোবাইল নম্বর	কর্মস্থান
সাভার কেন্দ্র				
	জনাব এলিজা আক্তার	রেডিও টেকনিশিয়ান ও দলনেতা	০১৬২৬৩৯৪৫৪৯	সাভার কেন্দ্র
১	জনাব মাজেদুল আলম	রেডিও টেকনিশিয়ান	০১৮৩০৭৫৭২১৯	সাভার কেন্দ্র
২	জনাব মো: ফারুকুল আজম	রেডিও টেকনিশিয়ান	০১৮৮৩৩৮২০০৮	সাভার কেন্দ্র
৩	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৫৫২৫৮৯৮৪০	সাভার কেন্দ্র
৪	জনাব মোঃ সিরাজ সিকদার	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৯১১১৭৫২৬৩	সাভার কেন্দ্র
কল্যাণপুর কেন্দ্র				
৫	জনাব মোহাঃ নুর আলম	অফিস সহায়ক		কল্যাণপুর কেন্দ্র
৬	জনাব মোঃ আবুল কালাম	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৭৩৭৬২৫৯২০	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৭	জনাব মোঃ মাসুদ রানা	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৭১৬১৮৫৬৬৩	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৮	জনাব মোঃ জসীমউদ্দিন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১৭৩৭৬২৫৯২০	কল্যাণপুর কেন্দ্র

উদ্ধারকারী দল:

ক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি	পদবী	মোবাইল নম্বর	কর্মস্থান
সাভার কেন্দ্র				
১	জনাব মোঃ আবু সায়েদ	এসই-২	০১৭০১৯০২৭৭৭	সাভার কেন্দ্র
২	জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন	এসই-৩	০১৮৬৭৮০৬০৩৩	সাভার কেন্দ্র
৩	জনাব মনোয়ার হোসাইন	ডি এসই-২	০১৬৭১৬৫৬৪৩৮	সাভার কেন্দ্র
৪	জনাব এম.এম. জালাল আহম্মেদ	এআরই-১	০১৭৪৩৯২৩৬৮৫	সাভার কেন্দ্র
৫	জনাব মোঃ ওয়াহেদুল্ল করিম	এআরই-২	০১৫১৫৬১৮২৮৫	সাভার কেন্দ্র
৬	জনাব মারুফ হাসান	আরটি-৬	০১৯৪২১৮৩৪১১	সাভার কেন্দ্র
৭	জনাব আমিনুর রহমান	আরটি-১১	০১৭২০১৫৪৮৯৫	সাভার কেন্দ্র
কল্যাণপুর কেন্দ্র				
১	জনাব মোহাম্মদ তানভীর সারওয়ার	এসই-১	০১৬৭০৪৬৪৬২১	কল্যাণপুর কেন্দ্র
২	জনাব মোঃ ওয়াহিদ মুরাদ	এআরই-১	০১৭১৫৩২২১৮৩	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৩	জনাব ফারহানা মাহজাবীন	এআরই-২	০১৫৫৪৭৪১৯৫৬	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৪	জনাব খোন্দকার এম. আলম	এসিপিএস	০১৯১৮৩৩০৩৯৬	কল্যাণপুর কেন্দ্র
৫	জনাব মোহাম্মদ শামসুজ্জামান	আরটি-৫	০১৯৩৭০৯৪৬৯৮	কল্যাণপুর কেন্দ্র

৩টি দলের মধ্যে সমন্বয়কারী: আবাসিক প্রকৌশলী। মোবাইল নম্বর: ০১৬৮২৩৫৪৯৮৭।

অগ্নিকান্ডের সময় করণীয়

অগ্ন্যুৎপাতের সময় পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

১। এ দপ্তরের নিরাপত্তা কর্মী দপ্তরের সীমানা বা তার আশপাশে কোন আগুন দেখলে তার স্থান উল্লেখসহ আশপাশের উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাথে সাথে "আগুন", "আগুন" বলে চিৎকার করবেন যাতে সকলে মিলে তাড়াতাড়ি আগুন নেভানো যায় বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।এ সময় তিনি ঘন ঘন বাঁশি বাজাবেন। পাগলা ঘন্টাবা সাইরেনের কাছাকাছি অবস্থান করলে তিনি তা বাজাবেন অথবা জরুরী ব্যবস্থা নিবেন।সাথে সাথে আগুন নির্বাপন দলের সদস্যদের বা এ কার্য সম্পাদনে পারদর্শী ব্যক্তিদের জানানোর ব্যবস্থা নিবেন অথবা সাথে সাথে অগ্নিনির্বাপন কাজে পারদর্শী সক্ষম ব্যক্তিকে জাননোর জন্য জরুরী ব্যবস্থা নিবেন। আগুনের পরিমাণ বেশি হলে পালা প্রধান বা উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাবেন যাতে তিনি জরুরীভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিসকে ডাকার ব্যবস্থা নিতে পারেন। তবেঅগ্ন্যুৎপাতের সময় দপ্তরে নিরাপত্তা কর্মকর্তা উপস্থিত থাকলে বা দপ্তরের কেউ তাঁকে জানালে তিনিই প্রথম উল্লিখিত কার্য সম্পাদন করবেন।

২। এ দপ্তরের যিনিই প্রথম আগুন দেখতে পাবেন আশপাশের উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাথে সাথে "আগুন", "আগুন" বলে চিৎকার করবেন (তার স্থান উল্লেখসহ) যাতে সকলে মিলে তাড়াতাড়ি আগুন নেভানো যায় বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। পাগলা ঘন্টা বা সাইরেনের কাছাকাছি যিনি অবস্থান করবেন তিনি তা বাজাবেন অথবা বাজানোর জন্য আগুন নির্বাপন দলের সদস্যদেরবা এ কার্য সম্পাদনে পারদর্শী ব্যক্তিদের জানানোর ব্যবস্থা নিবেন অথবাসাথে সাথে অগ্নিনির্বাপন কাজে পারদর্শী সক্ষম ব্যক্তিকে জাননোর জন্য জরুরী ব্যবস্থা নিবেন।আগুনের পরিমাণ বেশি হলে পালা প্রধান বা উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাবেন যাতে তিনি জরুরীভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিসকে ডাকার ব্যবস্থা নিতে পারেন অথবা পালা প্রধান বা উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেই ব্যবস্থা নিবেন।

৩। অগ্ন্যুৎপাতের খবর পাওয়ার সাথে সাথে দপ্তরে উপস্থিত সকলে এসেম্বলী পয়েন্টে বা নিরাপদ স্থানে একত্রিত হবেন।সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাথে সাথে ২ নং ক্রমিকে উল্লিখিত কার্য সম্পাদন করবেন।

৪। অগ্ন্যুৎপাতের খবর পাওয়ার সাথে সাথে দপ্তরের অগ্নিনির্বাপন দলের সদস্যবৃন্দ অগ্ন্যুৎপাতের স্থান পরিদর্শন করবেন। দলের সাথে থাকবে প্রয়োজ্য অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র, গাছের কাঁচা ডাল, শুকনা বালিভর্তি বালতি, পানি ভর্তি বালতি ইত্যাদি যেগুলো দিয়ে উক্ত আগুন নেভানো সম্ভব হয়।এ কাজের নেতৃত্বে থাকবেন অগ্নি নির্বাপন দলের দলনেতা বা ঐ দলের জ্যেষ্ঠ সদস্য বা এ কাজে পারদর্শী দপ্তরের অন্য কোন কর্মচারি। প্রেক্ষিতে, অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র সর্বদা কর্মক্ষম রাখতে হবে, শুকনা বালি ভর্তি বালতি সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে এবং পানির ট্যাঙ্কে সর্বদা পানি জমা থাকতে হবে। এ কাজের দায়িত্বে থাকবেন দপ্তরের নিরাপত্তা কর্মকর্তা।

৫। দপ্তরের উদ্ধারকারী দল অকুস্থলে গিয়ে আগুন দ্রুত নেভানোর ব্যবস্থা নিবেন বা কেউ আহত হলে তাঁকে উদ্ধার করে তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসা দিবেন। আঘাত গুরুতর হলে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন। সাথে সাথে অগ্নিকান্ডের আশপাশের যন্ত্রপাতি বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরানোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অগ্নি প্রতিরোধ দলকে নির্দেশনা দিবেন। এ কাজের নেতৃত্বে থাকবেন উদ্ধারকারী দলের দলনেতা বা উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য বা উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারি।

৬। অগ্নি প্রতিরোধ দল অকুস্থলে গিয়ে অগ্নিকান্ডস্থানের বা আশপাশের যন্ত্রপাতি বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরানোর ব্যবস্থা নিবেন। এ সময় তিনি অননুমোদিত কাউকে অগ্নিকান্ডের স্থানে যেতে দিবেন না। অন্যথায় ঐ ব্যক্তিও আহত হতে পারেন। দপ্তরে ফায়ার সার্ভিস ডাকার প্রয়োজন হলে তাই করবেন এবং কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করবেন।

৭। প্রত্যেক দলের দলনেতা আগুন লাগার সংবাদটি জরুরীভিত্তিতে দপ্তর প্রধানকে দেবেন।

৮। দপ্তর থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সম্ভব হলে দুইবার ফায়ার সার্ভিস কর্তপক্ষের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপনের আয়োজন করবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দপ্তর প্রধানকে সুপারিশ করবেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা।

অগ্নি প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও পরিদর্শন

১। অগ্ন্যুৎপাতের সময় স্ট্যান্ডার্ড পরিচালনা প্রটোকল এবংEvacuation Plan বা অপসারন পরিকল্পনা মোতাবেক দপ্তরের সকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

২। দপ্তর থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে একবার, সম্ভব হলে দুইবার ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপনের মহড়া আয়োজন করবেন।

৩। অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ বা রিফিলিং ব্যবস্থা নিবেন ।

৪। অগ্নি সতর্কতা ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করবেন।

৫। পানির পাম্প প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করবেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিবেন।

৬। পানির ট্যাংকে সর্বদা পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করবেন।

৭। এরিয়াল ফিল্ডের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করবেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিবেন।

৮। শুকনা বালি ভর্তি বালতির হ্যাঙ্গার প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করবেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিবেন।

৯। পরিকল্পনা মোতাবেক ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর জন্য বাধাহীনভাবে অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনের জন্য সম্ভব সবধরণের ব্যবস্থা তথা স্ট্যান্ডার্ড পরিচালনা প্রটোকল এবং Evacuation Plan বা অপসারন পরিকল্পনা সময় সময় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তপক্ষের মাধ্যমে দপ্তর প্রধানকে সুপারিশ করবেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা।

১১। দপ্তরের প্রশিক্ষণ বরাদ্দ থেকে প্রতিবছর অগ্নি-নির্বাপণ দল, অগ্নি-প্রতিরোধ দল এবং উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বিভিন্ন শ্রেণির আগুনে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাব্য কারণসমূহ এবং করণীয়

এ শ্রেণির আগুন:

১। কাঠ, কয়লা, কাগজ, প্লাস্টিক, খড়, কাপড়, বন-জঙ্গল, ঝোঁপ-ঝাড়, রাবার বা অন্য কোন কঠিন দাহ্য পদার্থ জড়িত থাকে। এগুলো সব জৈব পদার্থ যেগুলো কার্বন দিয়ে গঠিত।

২। বাতাসের বিপরীত দিকে অবস্থান করতে হবে, নীচু এলাকায় না যাওয়া, বদ্ধ স্থানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৩। এ সময় পানি, স্প্রে বা ফোম ব্যবহার করুন।

বি শ্রেণির আগুন:

১। অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে অগ্নিকান্ডের স্থান থেকে দূরে রাখতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পৃথক করে ফেলতে হবে এবং কাউকে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া

২।	বাতাসের বিপরীত দিকে অবস্থান করতে হবে, নীচু এলাকায় না যাওয়া, বদ্ধ স্থানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৩।	ফোম, পাউডার, কার্বন-ডাই-অক্সাইড জাতীয় নির্বাপকযন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

সি শ্রেণির আগুন:

১।	হাতে উপযুক্ত শ্রেণির রাবার গ্লাভস পড়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সুইচ অফ করতে হবে

২।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড জাতীয় নির্বাপকযন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

**৩।	বৈদ্যুতিক আগুনে পানি ছিঁটানো নিষেধ।**

৪।	নিজেকে ইনসুলেটেড করেই বা বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং ভূমি থেকে পৃথক থেকে (রাবার ম্যাট, শুষ্ক কাঠ/বোর্ড) বিদ্যুতায়িত ব্যক্তিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে তাঁকে স্পর্শ করা যাবে না। অন্যথায় নিজেও বিদ্যুতায়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিদ্যুতায়িত ব্যক্তিকে পৃথক করার পর প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা

১।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং জরুরী চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। আর শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হলে অক্সিজেনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩।	আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে কমপক্ষে ১৫মিনিট প্রবাহমান পানি দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শান্ত করতে হবে এবং শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫।	কিছুক্ষণ পরেও ক্ষতিগ্রস্ত স্থান প্রকাশিত হতে পারে। এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

জরুরী প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ডাকতে হবে। ফায়ার সার্ভিস এর ফোন নম্বর

সাভার অফিসের জন্য:	০২-২২৩৩৭১১৭৭/৯৫৫৫৫৫৫/৯৬৬৬৬৬৬ ০১৭৩০০০২২৫০, ০১৭৩০০৫০০২২
কল্যাণপুর অফিসের জন্য:	০১৮১৩৫৭৩৪১৮
ফায়ার সার্ভিস হেল্প ডেস্ক:	১৬১৬৩

অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের ব্যবহার বিধি

আগুনের শ্রেণিভেদে বিভিন্ন ধরণের অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহারঃ

Particular Fire extinguisher is or are used in specific fire hazards as shown in right side

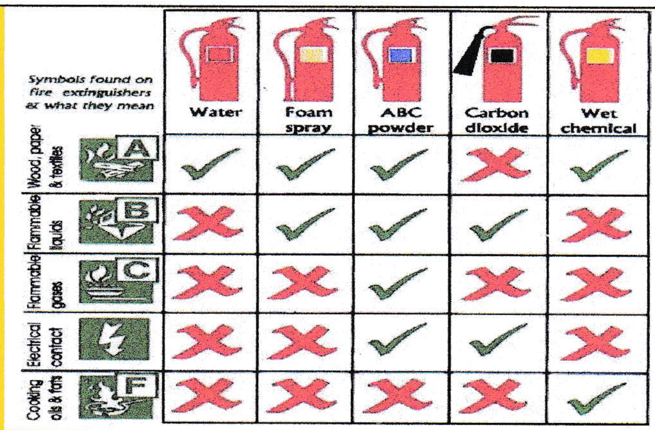

Symbols found on fire extinguishers & what they mean	Water	Foam spray	ABC powder	Carbon dioxide	Wet chemical
A Wood, paper & textiles	✓	✓	✓	✗	✓
B Flammable liquids	✗	✓	✓	✓	✗
C Flammable gases	✗	✗	✓	✗	✗
Electrical contact	✗	✗	✓	✓	✗
F Cooking oils & fats	✗	✗	✗	✗	✓

অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার কৌশলঃ

How to use fire extinguisher?

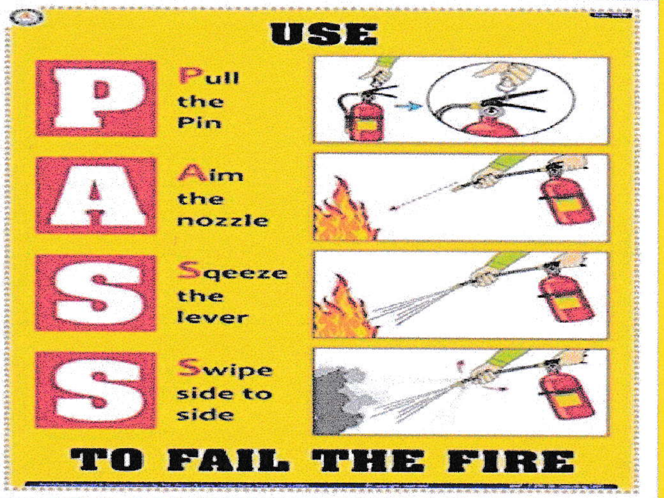

নিজের কাপড়ে আগুন লাগলে যা করতে হবে

What to do if your cloth catches fire

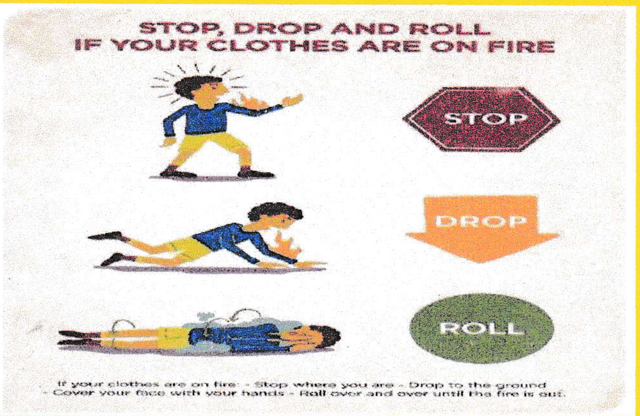

Evacuation Plan